ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউ থেকে সাবধান

দেশের সংঘাত, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির পেছনে দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের যে বড় অবদান রয়েছে তা সর্বজ্ঞাত। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে এই দুই দল গত কয়েকবছর ধরে এ ধরনের কার্যকলাপের আশ্রয় নিয়ে আসছে...

লিখেছেন **আসজাদুল কিবরিয়া**

হংকংভিত্তিক সাপ্তাহিকী ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউর ৪ এপ্রিল সংখ্যাটি নিয়ে বাংলাদেশে ব্যাপক হৈচৈ পড়ে গেছে। 'বাংলাদেশ থেকে সাবধান' শীর্ষক একটি প্রচ্ছদ প্রতিবেদন প্রকাশ করে তাতে বাংলাদেশকে কথিত মৌলবাদী উগ্রপন্থীদের ঘাঁটি হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করা বলা হয়েছে যে বাংলাদেশে মৌলবাদের উত্থান ও ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা বিস্তার লাভ করেছে। প্রতিবেদনটি শুরু হয়েছে এভাবে– 'বাংলাদেশে একটি বিপ্লব ঘটানোর আয়োজন চলছে। এই মুহূর্তে তা ঠেকানো না গেলে কেবল বাংলাদেশ নয় বরং এর সীমানা পেরিয়ে অন্যত্রও গোলযোগের ঢেউ আছড়িয়ে পড়বে। ইসলামী মৌলবাদ, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, উগ্রবাদী মুসলিম সংগঠনসমূহ, ভুইফোড়ের মতো গজিয়ে ওঠা মাদ্রাসা, মধ্যবিত্তের হতাশা ও ক্ষোভ, দারিদ্র্য ও অরাজকতা গোটা দেশটিকে লন্ডভন্ড করে দিয়ে এর রূপান্তর ঘটিয়ে দিচ্ছে। উপরের কথাগুলো বেশ পরিচিত মনে হয়, তাই না? হ্যাঁ, পাকিস্তানের সঙ্গে এর মিল পাওয়া যায়। আর এককালে এই দেশ পাকিস্তানের অংশই ছিল। এখন বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম এই মুসলিম দেশটি ধীরে ধীরে মধ্যপন্থী ইসলামী ভাবধারা থেকে ক্রমান্বয়ে দূরে সরে যাচ্ছে।' ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউ এভাবেই বাংলাদেশ সম্পর্কে বিশ্ববাসীর মনে একটি চরম বিভ্রান্তিকর ও বিপজ্জনক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। বাংলাদেশকে বিশ্বের কাছে একটি পশ্চাদমুখী ধর্মান্ধ দেশ হিসেবে দেখানোই এই প্রতিবেদনের অন্যতম উদ্দেশ্য। সন্দেহ নেই, সেই কাজে তারা অনেকটাই সফল হয়েছেন। খোদ বাংলাদেশের প্রথম সারির কয়েকটি পত্র-পত্রিকা ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউর প্রতিবেদনকে একটি মহামূল্যবান প্রামাণ্য প্রতিবেদন হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বাংলাদেশ সরকার অবশ্য এই প্রতিবেদনের একটি প্রতিবাদ পাঠিয়েছে। একই সঙ্গে ১০৩ কোটি ডলারের ক্ষতিপূরণ মামলা দায়েরের কথাও ভাবা হচ্ছে। রিভিউর সংখ্যাটি বাংলাদেশে নিষিদ্ধ করা হলেও ইন্টারনেটের মাধ্যমে সবার কাজেই পৌঁছে গেছে। পত্র পত্রিকায় অনূদিত হয়েছে। রিভিউ অবশ্য এখানেই থামেনি। আমেরিকায় ওয়ালস্ট্রিট জার্নালে আবার এটি ছেপেছে। উদ্দেশ্য বাংলাদেশকে হেয় করা।

অথচ উদ্দেশ্যমূলকভাবে রচিত এই প্রতিবেদনে বাংলাদেশ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা একাধারে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাস্তবতাবর্জিত, চরম একপেশে, কল্পনাশ্রয়ী ও মিথ্যাচার। ক যদি খ হয় গ তবে ঘ এই হাস্যকর সূত্র ধরে প্রতিবেদক বার্টিল লিটনার বাংলাদেশে উগ্রপন্থী ইসলামী মৌলবাদী গ্রুপের কর্মকান্ড ও তৎপরতা আবিষ্কার করেছেন। যেমন– 'আফগানিস্তানের যুদ্ধ চলাকালে ঢাকার রাস্তায় রাস্তায় মার্কিন বিরোধী মৌলবাদী বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে লাদেনের ছবিও শোভা পেতে দেখা যায়।' কথা ঠিক আছে। প্রশ্ন হলো, আফগান যুদ্ধের সময় কোন মুসলিম দেশে এরকম ঘটনা ঘটেনি? শুধু মুসলিম দেশগুলো নয় একাধিক পশ্চিমা দেশে বুশ বিরোধী বিক্ষোভ হয়েছে। প্রতিবেদক বাংলাদেশে মৌলবাদী গোষ্ঠীর অপতৎপরতার যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করতে যেয়ে পশ্চিমা ও ভারতীয় গোয়েন্দাদের অভিযোগ তুলে ধরেছেন। ভারতীয় গোয়েন্দা ও পুলিশ যে বিভিন্ন সময় তাদের দেশে অভ্যন্তরীণ ও সীমান্ত গোলযোগের কারণ খুঁজতে চট করে বাংলাদেশ সম্পর্কে যেসব মিথ্যাচার করে আসছে সেগুলো হয়েছে ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউর প্রতিবেদকের কাছে বড় প্রমাণ! অপ সাংবাদিকতা আর বলে কাকে। সম্প্রতি ভারতের গুজরাটে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হলো তাতে ভারতীয় হিন্দু মৌলবাদীদের যে আস্ফালন ও রাষ্ট্রীয় সমর্থন দেয়া হয়েছে তা কোনো ধর্মনিরপক্ষে রাষ্ট্রে হয়? ভারতে হয়েছে ও হচ্ছে। অথচ ভারত মৌলবাদীদের ঘাঁটি হয় না। ভারতের মাটিতে তামিল বিদ্রোহীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে শ্রীলঙ্কায় বছরের পর বছর গৃহযুদ্ধ জিইয়ে রাখা হয়েছে।

প্রতিবেদনের এক পর্যায়ে বলা হয়েছে, 'কিন্তু বিএনপি ও আওয়ামী লীগ দেশে সহিংস পরিস্থিতির জন্য পরস্পরকে দায়ী করেই চলেছে। কেউই এর আসল কারণ যে মৌলবাদের উত্থান এ সত্যটিকে যেন শনাক্ত করতেই পারছে না। জোট সরকারের কর্মকর্তারা মৌলবাদকেন্দ্রিক কোনো সমস্যা দেশে আছে বলে মানেন না। আবার মধ্যবিত্ত শ্রেণী মৌলবাদীদের বিষয়টিকে অপ্রাসঙ্গিক জ্ঞান করছে।' প্রতিবেদনের এ ভাষা অত্যন্ত ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও আপত্তিকর। বাংলাদেশে সন্ত্রাস সহিংসহতার কারণ এদেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক দল জানে না, জানে আমেরিকা থেকে এসে বাংলাদেশ ঘুরে যাওয়া এক সাংবাদিক যার তথ্যের উৎস কতিপয় বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থা! দেশের সংঘাত, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির পেছনে দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের যে বড় অবদান রয়েছে তা সর্বজ্ঞাত। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে এই দুই দল গত কয়েকবছর ধরে এ ধরনের কার্যকলাপের আশ্রয় নিয়ে আসছে। এর সঙ্গে কথিত ধর্মীয় মৌলবাদের সংস্রব খুবই কম। বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণী সম্পর্কে একেবারেই সঠিক কোনো ধারণা নেই রিভিউর প্রতিবেদকের। তাই ঢালাওভাবে মন্তব্য করতে বাধেনি। বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষই ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কিন্তু উগ্র নয়। বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত সমাজের আজকের যে অবস্থান সেটা

তাদের শ্রমচেষ্টার ফল।

তবে প্রতিবেদনের সবচে' বিপজ্জনক অংশ হলো কথিত মৌলবাদের উত্থান সম্পর্কে পশ্চিমা দেশ ও দাতাগোষ্ঠীকে বারবার জ্ঞান দিয়ে সতর্ক করার ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রচেষ্টা। প্রতিবেদনের প্রথম দিকে এক জায়গায় বলা হয়েছে, 'যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রবর্গ মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত তাদের সন্ত্রাসবাদ বিরোধী যুদ্ধের সম্প্রসারণ ঘটালেও বাংলাদেশে বেড়ে ওঠা গভীর ও সুদূরপ্রসারী বিপজ্জনক পরিস্থিতিকে যেন একেবারেই আমলে নিচ্ছে না। ঢাকায় নিযুক্ত একজন ঊর্ধ্বতন পশ্চিমা দূত বলেছেন যে বাংলাদেশে উগ্র মৌলবাদীদের অস্তিত্ব থাকলেও তারা দলে তেমন ভারী নয়। দেশের মূল স্রোতধারায় তাদের কোনো ভূমিকা নেই। এ থেকে বোঝা যায় যে ঐ কূটনীতিক এই আসন্ন হুমকির বিষয়টিকে খাটো করে দেখছেন।' প্রতিবেদনের এ অংশ থেকেই প্রতিবেদকের এবং রিভিউর উদ্দেশ্য অনেকটা স্পষ্ট হয়ে যায়। তারা চাইছে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা বাংলাদেশকেও কথিত মৌলবাদী সন্ত্রাসী রাষ্ট্রের কাতারে ফেলুক, সেটা না পারলে অন্তত মদদ দেয়ার অভিযোগে বাংলাদেশের ওপর কঠোর হোক। সৌভাগ্যবশত পশ্চিমা দেশগুলো যে বাংলাদেশকে এখনও সেরকম মনে করছে না সেটা আরো স্পষ্ট হয়েছে জনৈক পশ্চিমা কূটনীতিকের অভিমত থেকে। রিভিউর প্রতিবেদক তার মিথ্যাচারের সমর্থনে কোনো পশ্চিমা কূটনীতিকের বক্তব্য জোগাড় করতে না পেরে নিতান্ত উপায়হীন হয়ে এই মন্তব্যটি তুলে দিয়ে তার সঙ্গে নিজের অভিমত জুড়ে দিয়েছেন যে তাঁরা বাংলাদেশের আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সচেতন নন। এতেই প্রতিবেদকের অসততা প্রমাণিত হয়। সদ্যসমাপ্ত প্যারিস বৈঠকে দাতাগোষ্ঠী আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আলোকপাত করলেও মৌলবাদ জাতীয় বিষয় নিয়ে কোনো রকম কথাবার্তা হয়নি। কারণ তারা এ বিষয়টিকে সেরকম গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না। প্রতিবেদনের শেষাংশে আবারও বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান সহিংসতার ঘটনায় সেখানে বসবাসরত বিদেশীরা উদ্বেগ প্রকাশ করলেও মৌলবাদীদের হুমকির বিষয়টিকে খাটো করেই দেখছেন তারা। কোনো কোনো পর্যবেক্ষকের মতে, বাংলাদেশের সঙ্গে পাশ্চাত্যের অধিকাংশ দেশের সম্পর্কটা প্রধানত দাতা-গ্রহীতার। সাহায্যের বিষয়টি ঐ সব দেশের কাছে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব পায়। ফলে এখানে কি যে স্রোত বইছে সেদিকে খুব একটা নজর দেওয়ার প্রয়োজন হয়তো ঐসব দেশের কূটনীতিকরা বোধ করেন না। তাই হয়তো তারা মৌলবাদী তৎপরতাকে খুব একটা আমল দিচ্ছেন না।' অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমা কূটনীতিক ও বিদেশীরা বাংলাদেশে কথিত মৌলবাদী অপতৎপরতাকে গুরুত্বের সঙ্গে না নেওয়ায় ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউ চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন। কিন্তু তাদের এতো উদ্বিগ্ন হওয়ার কি আছে? পশ্চিমা কূটনীতিকরা বাংলাদেশে যারা আছেন তাদেরকে জোর করে এ নিয়ে ভাবিত করানোর জন্য রিভিউ এতো উঠে পড়ে লেগেছে কেন? তারা কি লিন্টনারের চেয়ে কম জানেন? কম খোঁজ খবর রাখেন?

পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক এখন যতোটা না দাতা-গ্রহীতার, তার চেয়ে বেশি বাণিজ্যিক। বাংলাদেশের বিশ্ব বাণিজ্যের ৯০% অংশ এখন সম্পন্ন হয় আমেরিকা ও ইউরোপের সঙ্গে। বিশ্ব মন্দা ও ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যেও বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশ তৈরি পোশাক শিল্পে যুক্তরাষ্ট্রে কোটামুক্ত ও শুল্কমুক্ত সুবিধা চেয়ে আসছে অনেকদিন থেকেই। সম্প্রতি বিষয়টি নিয়ে কাজ করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে লবিস্ট ফার্ম নিয়োগ করা হয়েছে। স্বাভাবিক হিসেবে আফ্রিকা ও ক্যারিবীয় দেশগুলোকে এ সুবিধা দেওয়ার পর বাংলাদেশকে এটি না দেওয়ার কোনো কারণ নেই। বাংলাদেশের দাবি আরো জোরদার হয়েছে পাকিস্তানকে বাণিজ্য সুবিধা বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে। কিন্তু আন্তর্জাতিকভাবেই একটি চক্র চেষ্টা করছে বাংলাদেশ যেন এ সুবিধা না পায়। কিছুদিন আগে বাংলা মায়ের ডাক নামে একটি ভারতীয় ওয়েবসাইটে বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর নির্যাতন করা হচ্ছে অভিযোগ তুলে গার্মেন্টস সুবিধা না দেওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আহবান জানানো হয়। ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউর প্রতিবেদনের পর স্বভাবতই বাংলাদেশের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে বাজার সুবিধা পাওয়া খুব কঠিন হয়ে পড়বে। কারণ মৌলবাদীদের মদদ দেওয়ার অভিযোগ তুলে যুক্তরাষ্ট্র সরকার এটি দিতে অস্বীকৃতি জানাতে পারে। অথচ এ ধরনের মিথ্যা ও উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণার ফলে বহির্বিশ্বে অবস্থানরত হাজার হাজার বাংলাদেশী চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়বেন। আবার তো তারা সন্দেহভাজন ও শত্রুভাবাপন্ন হয়ে পড়বেন। নিজেদের মেধা-যোগ্যতা ও প্রচেষ্টায় গড়া অবস্থান বিনষ্ট হবে। ব্যাহত হবে রেমিট্যান্স প্রবাহ, নষ্ট হবে সম্ভাবনাময় বাণিজ্য। সার্বিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে অর্থনীতি। এই প্রতিবেদনের আরেকটি উদ্দেশ্য থাকতে পারে। তা হলো তেল-গ্যাস রপ্তানিতে বাংলাদেশের ওপর কৌশলগত চাপ সৃষ্টি করা। বাংলাদেশ মৌলবাদী দেশের অপবাদ থেকে বাঁচার জন্য স্বাভাবিকভাবেই এখন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলোর কাছ থেকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী প্রত্যাশা করবে। সেই সুযোগে তেল-গ্যাস রপ্তানিতে বাংলাদেশকে বাধ্য করা হতে পারে। বস্তুত এ ধরনের উদ্দেশ্যমূলক প্রতিবেদন প্রকাশ ও তা ব্যাপকভিত্তিক প্রচারের পেছনে বড় ধরনের আন্তর্জাতিক চক্রান্ত সক্রিয় থাকতে পারে।

বার্টিল লিন্টনার যেভাবে প্রতিবেদনটি লিখেছেন তাতে মনে হয় বাংলাদেশে তিনি অনেকদিন ছিলেন এবং অনেক কিছু জানেন। তা লিন্টনার কি জানেন বাংলাদেশে গত ১৫/১৬ বছরে গার্মেন্টস শিল্পের ব্যাপক বিকাশ ঘটেছে। ১০/১২ লাখ নারী এই পেশায় জড়িত। নিজেদের রুজি- রোজগার এরা নিজেরাই করছে। কোনো মৌলবাদী দেশে নারীর কর্মজগতের এতো বিস্তৃতি কি সম্ভব? লিন্টনার কি জানেন, আমাদের পল্লী গ্রামে ক্ষুদ্র ঋণ ও অর্থায়ন কার্যক্রমের বদৌলতে নারীরা ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসেছে কাজ করতে। গাভী পুষে খামার গড়ে, সেলাই-ফোড়াইর বিস্তার ঘটিয়ে এরা পরিবারের লোকজনদের ভরণপোষণ পর্যন্ত করতে পারছে। শহরের পাশাপাশি গ্রামেও মেয়েরা এখন শিক্ষালাভের জন্য বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। পল্লী অঞ্চলে মেয়েদের ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিকভাবে পড়ালেখার জন্য উপবৃত্তি চালু করা হয়েছে। এগুলো কোনো মৌলবাদী দেশে হতে পারে? মৌলবাদী দেশ হলে তিনটি গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধানমন্ত্রী মহিলা হতে পারেন?

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে হঠাৎই বাংলাদেশ সম্পর্কে এ ধরনের একটি প্রতিবেদন গোটা দেশের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে। ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউ অত্যন্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই কাজটি করেছে। ১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে কথিত সন্ত্রাসী হামলার ওপর মুসলিম বিশ্বের ওপর পশ্চিমাদের আক্রোশ, আফগান যুদ্ধ ও যুদ্ধ পরবর্তী মার্কিন আগ্রাসন, ফিলিস্তিনে মার্কিন মদদে ইসরাইলি আগ্রাসন ও হত্যাযজ্ঞ, ভারতের গুজরাটে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মুসলিম নিধন– এ ঘটনাগুলো খুব কাছাকাছি সময়ে ঘটেছে। এবং প্রতিটি ঘটনারই শিকার হয়েছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মুসলমানরা। এই অবস্থায় মুসলিম বিশ্বের কাছে পশ্চিমাবিশ্ব আবারও অপ্রিয় হয়ে উঠেছে। মধ্যপ্রাচ্যকে ইসরাইলের মাধ্যমে যুদ্ধের দিকে ঠেলে দেওয়ার চূড়ান্ত প্রয়াস চালাচ্ছে আমেরিকা। পাশাপাশি কথিত সন্ত্রাস বিরোধী অভিযানে আরো কিছু দুর্বল দেশের ওপর খড়্গহস্ত হওয়ার উছিলাও খোঁজা হচ্ছে। পাকিস্তানকে নিয়ে নতুন করে করার কোনো কিছু নেই। আর দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে মূল নিয়ন্ত্রক ভারতের সঙ্গে নতুন ধারার সম্পর্ক করতে আগ্রহী যুক্তরাষ্ট্র। এরকম প্রেক্ষাপটে বলির পাঁঠা হিসেবে বাংলাদেশকে বেছে নেওয়ার ভিত্তিভূমি তৈরি করে দিল ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউ। আর দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাংলাদেশের কিছু পত্র-পত্রিকা ও মাথাপচা বুদ্ধিজীবী এটাকেই আরো ফলাও করে তুলে ধরছে, এর সমর্থনে কথা বলে যাচ্ছে।